ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده واله واصحابه اجمعين.

মানব জীবনে সংঘটিত পাপাচারসমূহের মধ্যে শিরক সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হিসেবে স্বীকৃত। শিরকের চেয়ে জঘন্য কোন পাপ নেই। অন্যান্য পাপ আল্লাহ তা'আলা সহজেই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু শিরকের পাপ সহজে তিনি ক্ষমা করেন না।

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন সবাই মানুষকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কোন নবী-রাসূলকে শিরকের সাথে আপোস করতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে তারা সকলেই ছিলেন আপোসহীন।

মূলতঃ শিরক হচ্ছে স্রষ্টার গুণে সৃষ্টিকে গুণান্বিত করা। অর্থাৎ স্রষ্টা হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী দরকার, কোন সৃষ্টিকে সে সব গুণাবলীতে অংশীদার করা।

আর ব্যাপক অর্থে– আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হল– কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তার নিকট প্রার্থনা করা, আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তার নিকট ফরিয়াদ করা, আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, অথবা তার কাছ থেকে শরিয়াতের বিধান গ্রহণ করা, কিংবা তার নামে যবেহ করা, তার নামে মানত করা, অথবা তাকে এতটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ।

শিরক হচ্ছে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। শয়তান নানামুখী ষড়যন্ত্র করে মানুষের ঈমান কেড়ে নিচ্ছে। শয়তান কাউকে শিরকে জলি বা শিরকে আকবারে লিপ্ত করতে না পারলে শিরকে খফিতে লিপ্ত করার প্রচেষ্টায় থাকে। তাই কোন প্রকারের শিরককেই হাল্কাভাবে দেখা যাবে না। যেখানে শিরকের গন্ধ পাওয়া যাবে সেখান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তাহলেই আশা করা যায় শিরক মুক্ত ঈমান নিয়ে রবের দরবারে হাজির হওয়া যাবে।

সূচীপত্র

- শিরকের ভয়াবহতা ॥ ০৭
- শিরক শব্দের বিশ্লেষণ ॥ ১১
- শিরকের প্রকারভেদ ॥ ১২
- প্রচলিত শিরকসমূহ ॥ ১৪

১. ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করা ॥ ১৫

২. কোন নবী বা রাসূলকে আল্লাহ মনে করা ॥ ১৫

৩. আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা ॥ ১৬

৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা ॥ ১৬

৫. গাইরুল্লাহকে সাজদাহ করা ॥ ১৭

৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সন্তান চাওয়া ॥ ১৯

৭. মাযারে মানত করা ॥ ২০

৮. ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আংটি ব্যবহার করা ॥ ২২

৯. জ্যোতিষী বা গণকের নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ॥ ২৩

১০. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য 'ইলমে গায়েব' সাব্যস্ত করা ॥ ২৪

১১. "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" এ কথা বিশ্বাস করা ॥ ২৮

১২. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত করা ॥ ২৯

১৩. গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা ॥ ৩১

১৪. আল্লাহর আইনের বিপরীতে অন্য কারো আইন ও বিচার মেনে নেয়া ॥ ৩২

১৫. "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" এ কথা বিশ্বাস করা ॥ ৩৪

১৬. বিপদ থেকে বাঁচতে সুতা, বালা, তাবিজ ইত্যাদি ঝুলানো ॥ ৩৫

১৭. মানুষের বানানো নিয়ম-নীতিকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা ॥ ৩৬

১৮. নির্বাচনের পূর্বে কবর যিয়ারত করা ॥ ৩৯

১৯. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা ॥ ৪০

২০. মিলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (সা.) হাজির হন এই আক্বিদা পোষণ করা ॥ ৪২

২১. রাসূল (সা.) এর ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করা ॥ ৪৩

২২. আল্লাহর আইনের সমান্তরাল আইন তৈরী করা ॥ ৪৫

২৩. অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য চাওয়া ॥ ৪৬

২৪. আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে যিকির করা ॥ ৪৭

২৫. কোন মাখলুককে আল্লাহর মতো ভালবাসা ॥ ৪৮

২৬. "আল্লাহ ও রাসূল ভরসা", "উপরে আল্লাহ নীচে আপনি" এ জাতীয় কথা বলা ॥ ৪৮

২৭. রিযিকের ভয়ে সন্তান হত্যা করা ॥ ৪৯

২৮. বদনজর থেকে বাঁচতে বাচ্চাদের কপালে কালো টিপ দেয়া, ফসলের ক্ষেতে ঝাড়ু বা কালো পাতিল ব্যবহার করা ॥ ৫০

২৯. রাসূল (সা.) কে 'যাতী নূর' মনে করা ॥ ৫১

❖ শিরক থেকে বাঁচার উপায় ॥ ৫৫

❖ শেষ কথা ॥ ৬৩

শিরকের ভয়াবহতা

শিরক একটি ভয়াবহ অপরাধের নাম। মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়, নফসের ধোঁকায় ও লোভের বশবর্তী হয়ে মদ্যপান, সুদ-ঘুষ গ্রহণ, যেনা-ব্যভিচার ও নরহত্যাসহ যত ধরনের অন্যায়-অনাচার করে থাকে শিরক হলো সব অন্যায়ের মধ্যে জঘন্যতম অন্যায়। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. (بخارى : ٤٧٦١)

'আমি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম কোন গুনাহ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'[১]

যে ব্যক্তি শিরক নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا. (النساء : ٤٨)

'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে শিরক করল সে যেন মহা-অপবাদ আরোপ করল।'[২]

এজন্যই হযরত লুকমান (আ.) তার সন্তানকে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন–

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. (لقمان : ١٣)

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৭৬১

২. সূরা নিসা : ৪৮

'হে বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক মহা-অন্যায়।'[৩]

শিরককারী ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণেই তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ শিরককারীর উপর এতটাই অসন্তুষ্ট হন যে, তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. (المائدة : ٧٢)

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[৪]

জান্নাতের মালিকই যদি কারো জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তাহলে তার কী উপায় হবে? তাই তো রাসূল (সা.) হযরত মুআজ (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেন–

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. (مسند احمد : ٢٢٠٧٥)

'আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।'[৫]

শিরক এতটাই জঘন্য গুনাহ যে, এটা করার পর আমলনামায় আর কোন সাওয়াব বাকী থকে না। শিরক করার সাথে সাথে আমলনামায় আগে যে সাওয়াব ছিল সে সাওয়াবগুলো মুহূর্তেই বরবাদ হয়ে যায়। কারণ– ঈমান হল ১ (এক) এর মতো, আর আমল হল তার ডান পার্শ্বের ০ (শূন্য) এর মতো। এই ১ (এক) যদি থাকে তাহলে ০ (শূন্য) মিলে ১০ (দশ) হবে। ঈমান নামক এক এর সাথে আমল নামক ০ (শূন্য) যত যোগ হবে ততই তার মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কখনো যদি ঈমান নামক ১ (এক) মুছে যায় তাহলে আমল নামক (০) শূন্যগুলোর কোন মূল্য নেই।

যেহেতু শিরক ও ঈমান এক কূলবে একত্রিত হয় না, সেহেতু শিরক করার সাথে সাথে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আর তাতে আমলগুলো নিমিষেই বরবাদ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

৩. সূরা লুকমান : ১৩

৪. সূরা মায়েদাহ : ৭২

৫. মুসনাদে আহমাদ : ২২০৭৫